গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাজেট শাখা

বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC)'র সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতির নাম	:	নাজিমউদ্দিন চৌধুরী, সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
সভার তারিখ	:	২০-০৩-২০১৮
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

অর্থ বিভাগের দিক নির্দেশনায় মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF) পদ্ধতির আওতাভুক্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC)'র সভাপতি জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী এর সভাপতিত্বে ২০-০৩-২০১৮ তারিখে দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছরের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ চূড়ান্ত করণের নিমিত্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** হিসেবে সংযুক্ত করা হ'ল।

২.০. **আলোচনা:**

২.১. উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপ-সচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, গত ২০-১২-২০১৭ তারিখে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG)'র একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার [পেট্রোবাংলা, বিপিসি, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর] বাজেট কাঠামোর ১ম ভাগের (বর্ণনামূলক অংশ) উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলী, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ, দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়ন, জলবায়ুর প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ এবং সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ আলোচনা এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্ত 'বিএমসি' সভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, গত ০৯-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত BMC সভায় এ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ের বাজেট প্রাক্কলন এবং প্রক্ষেপণ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) এর আয় ও ব্যয়সীমা চূড়ান্ত করা হয়। প্রদত্ত আয় ও ব্যয়সীমা অনুযায়ী অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণের আওতায় এ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণের লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তুত করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যয়সীমার মধ্যে এ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রক্ষেপণের বিস্তারিত বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। উপ-সচিব (বাজেট) অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ এবং বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) এর মধ্যে এ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণের বিস্তারিত বাজেট সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপ:

২.২ **রাজস্ব আয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ:**

অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আয়সীমা: (কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৭-১৮	সম্ভাব্য আয়সীমা ২০১৮-১৯	সম্ভাব্য আয়সীমা ২০১৯-২০	সম্ভাব্য আয়সীমা ২০২০-২১
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২৯৯৩.৯১	১০০০.০০	১০০৫.১৮	১১২৫.৮০

২.৩ **এ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/ সংস্থার রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নিম্নরূপ:**

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিপ্তর	প্রকৃত আয়		বাজেট	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
সচিবালয়	৪৮৯.৮৫	৫৫.১৯	৫১২.৮৩	৫২০.০০	৫৩০.০০	৫৫০.০০
হাইড্রোকার্বন	-	-		.৫০	১.০০	১.৫০
জিএসবি	১১.৫৪	১২.৯২	২০.৯০	১৪.০০	১৫.০০	১৬.০০
বিএমডি	৪৮৫০.৬২	৩৫৪১.৫৯	৬২০০.১০	৩৯৬৬.৫৮	৪৪৪২.৫৭	৪৯৭৫.৬৮
বিস্ফোরক পরিদপ্তর	৬১৫.১২	৬৮৮.৭৬	৬০৭.৬৩	৬৮০.৫৪	৬৮০.৫৪	৬৮০.৫৪
বিপিআই	০	০	০	৩০.০০	৩৫.০০	৪০.০০
পেট্রোবাংলা	৭১৬৮৯.০২	৮১৪৩৭.১০	৯২০৫০.০০	৯১০০০.০০	৯২০০০.০০	৯৩০৬০.০০
বিপিসি	০	০	২০০০০০.০০	৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০
সর্বমোট	**৭৭৬৫৬.১৫**	**৮৫৭৩৫.৫৬**	**২৯৯৩৯১.৪৬**	**১৭১২১১.৬২**	**১৭২৭০৪.১১**	**১৭৪৩৩৩.৭২**

*** অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত আয়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বেশি আয়ের লক্ষ্যমাত্রার প্রস্তাব করা হ'ল।

পরের পৃষ্ঠায়:

৩.০ **বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ব্যয়:**

৩.১ অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করতে হবে। জিএসবি'র অধীনে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় (ক) "বাংলাদেশে উত্তোলনযোগ্য সাদা মাটির উপস্থিতি, বিস্তার, মজুদ, গুণগতমান ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন"। (Occurrence, Extent, Reserve, Quality And Economic Potentiality Of Mineable White Clay of Bangladesh)" (July 2018 - June 2021) (খ) "বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের রাসায়নিক গবেষণা কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গবেষণাগার আধুনিকীকরণ। (July 2018- June 2021) (গ) "বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় ভূপদার্থিক জরিপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির আধার অনুসন্ধান(Exploration of Fresh Water Aquifer in the South-Western Coastal Areas of Bangladesh by using Geophysical Techniques (July 2018- June 2021) ৩টি অননুমোদিত কর্মসূচি অনুন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নিম্নরূপ:

৩.২ **অর্থ বিভাগ কর্তক প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন):**

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট প্রাক্কলন ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ	
			২০১৯-২০	২০২০-২১
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২২২৪.৩৩	২৪৪৬.৭৭	২৬৯১.৪৫	২৯৬০.৬০

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয় কোড	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	প্রকল্প সাহায্য ২০১৮-১৯
৪২	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৬৫৬৬.৬৪

৩.৩ অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যয়সীমার মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ২২৫৭৯২.৪৮ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য যথাক্রমে ২৬২৯৬৩.৮৩ ও ২৮৯৫০৩.৪০ লক্ষ টাকা উন্নয়ন বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর হতে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ০৩ (তিন) টি কর্মসূচীর প্রস্তাব করা হয়েছে যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটে সংকুলান রাখা হয়েছে। অনুন্নয়ন বাজেটে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ১৮৮৮৪.৫২লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য যথাক্রমে ৬১৮১.১৭ ও ৬৫৫৬.৬০ লক্ষ টাকা এ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.৪ **অনুন্নয়ন ব্যয়:**

(ক) অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে এ বিভাগ ও এবিভাগের দপ্তর/সংস্থার বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়সীমার প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/সংস্থা	বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট প্রাক্কলন ২০১৮-১৯	বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	বাজেট প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
সচিবালয় (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ) জিএসবি'র ৪টি কর্মসূচী ও ব্লু ইকোনমিকসেলের বরাদ্দসহ	১৮৬৬.২৩	৩৪৮২.০০	১০৩৩.২১	১০৫৩.১২
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৯৫.০০	৩২০.৮০	২৬৪.৭০	২৯০.৭০
আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা	১.১০	.৯৫	.৯৫	.৯৫
জিএসবি	৬৫১৯.৫১	১৩৩৩৬.০০	৩২৭২.৩১	৩৪৪২.০৩
বিস্ফোরক পরিদপ্তর	২৩২১.৫৬	৮০৮.২৭	৬২৫.২৯	৬৮৩.৬৮
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	২০৫.০০	৩৯৪.০৬	৩৪৮.০৭	৩৪৭.৮৫
বিপিআই	১৯৫.৬০	৫৪২.৪৪	৬৩৬.৬৪	৭৩৮.২৭
মোট অনুন্নয়ন ব্যয়=	১১৩০৪.০০	১৮৮৮৪.৫২	৬১৮১.১৭	৬৫৫৬.৬০

পরের পৃষ্ঠায়

৩.৫ **উন্নয়ন ব্যয়ঃ**

(ক) এ বিভাগের দপ্তর /সংস্থা হতে প্রস্তাবিত উন্নয়ন ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নিম্নরুপঃ

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/সংস্থা	বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট প্রাক্কলন ২০১৮-১৯		বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০		বাজেট প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	
		অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য	অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য	অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য	অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য	অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য	অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য
সচিবালয় থোক বরাদ্দ	৬৩৭৬৩.০০						
পেট্রোবাংলা	১৩৯৪৬৫.০০	১৫০০০০.০০	০	১৪৯৫৫৬.২৩	২০৪৪৩.৭৭	১৯৮২৯.৫৮	১৬০১৭০.৪২
বিপিসি	৫০০১.০০	৭৫২৯২.৪৮	০	৯২১৬৩.৮৩	০	১০৮৫০৩.৪০	০
জিএসবি	২৯০০.০০	৫০০.০০	০	৮০০.০০	০	১০০০.০০	০
মোট উন্নয়ন ব্যয়	২১১১২৯.০০	২২৫৭৯২.৪৮	০	২৪২৫২০.০৬	২০৪৪৩.৭৭	১২৯৩৩২.৯৮	১৬০১৭০.৪২

***২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উন্নয়ন ব্যয় খাতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যয়সীমার মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন ২২৫৭৯২.৪৮ লক্ষ টাকা এবং বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে যথাক্রমে ২৬২৯৬৩.৮৩ ও ২৮৯৫০৩.৪০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হ'ল।

৪.০ এ বিভাগের প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)ঃ

(লক্ষ্য টাকায়)

দপ্তর/সংস্থা	বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট প্রাক্কলন ২০১৮-১৯	বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	বাজেট প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
অনুন্নয়ন ব্যয়	১১৩০৪.০০	১৮৮৮৪.৫২	৬১৮১.১৭	৬৫৫৬.৬০
উন্নয়ন ব্যয়	২১১১২৯.০০	২২৫৭৯২.৪৮	২৬২৯৬৩.৮৩	২৮৯৫০৩.৪০
সর্বমোট ব্যয়	**২২২৪৩৩.০০**	**২৪৪৬৭৭.০০**	**২৬৯১৪৫.০০**	**২৯৬০৬০.০০**

৪.১ সভায় অর্থ বিভাগ হতে প্রদত্ত রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা হতে বেশি আয়ের লক্ষ্যমাত্রার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকল দপ্তর/সংস্থাসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার বিষয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৪.২ উপ-সচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে ibas-২ তে কম এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে জনাব তোফায়েল আহমদ, মহা ব্যবস্থাপক (অর্থ), পেট্রোবাংলা বলেন যে, "ধনুয়া- এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় নলকা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ" প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ibas-২ তে এন্ট্রি করা হয় নাই। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জিএসবি'র মহাপরিচালক বলেন যে, জিএসবি'র উন্নয়ন বাজেটে "বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয়" প্রকল্পে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাতে এ প্রকল্প এবং একনেক কর্তৃক অনুমোদন পাওয়ায় "জি ও ইনফরমেশন ফর আরবান প্লানিং এন্ড অ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ" প্রকল্পের ব্যয় সংকুলান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্প দু'টিতে বেশি বরাদ্দের প্রয়োজন। জিএসবি'র উন্নয়ন বাজেটে সঠিক বরাদ্দ পাওয়ার পর ibas-২ তে এন্ট্রি দেয়া হবে।

৪.৩ জনাব রেশাদ মহম্মদ ইকরাম আলী মহাপরিচালক জিএসবি সভাকে অবহিত করেন যে, সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার ডাউকি নদীর পাড়ে Eocene যুগের limestone এর ভূতাত্ত্বিক হেরিটেজ ঘোষিত ২২ একর জমি অধিকরণ এর জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে চলতি অর্থ বছরে ব্যয় করা সম্ভব নয়। বিধায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০০.০০(একশত) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি উপ-সচিব জনাব মোঃ হাসানুল মতিন সভায় বলেন যে,ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় না করে একই কাজের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পূনরায় অর্থ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব বাজেট আইনের পরিপন্থী । তাই এক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে যথাযথ ব্যবহারে সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, এ বিভাগ এবং এ বিভাগের অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ibas-২ তে এন্ট্রি সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এছাড়া তিনি বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক যে কোন প্রয়োজনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

৪.৪ জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিত যুগ্ম-সচিব সভায় বলেন যে, অর্থ বিভাগ হতে বাজেট কাঠামোর প্রথমভাগের মিশন এবং দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নে জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা রুলস অব বিজনেস এর অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্তর্ভূক্ত করা বিধি সম্মত হবে না। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রজোয্য ।এ মন্ত্রণালয়ে জলবায়ুর প্রভাব না থাকলে অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজন হবে না।

পরের পৃষ্ঠায়

৪.৫ সভাপতি মহোদয় বাজেট কাঠামোর প্রথমভাগের আওতায় এ বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জনে তারিখ উল্লেখ না করে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন ও উৎপাদনের তথ্য অন্তর্ভূক্ত করে আরও হালনাগাদ করার পরামর্শ করেন।

৫.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

ক) বাজেট কাঠামোর ১ম ভাগ বর্ণনামূলক অংশ অনুমোদন করা হল (পতাকা-ক)।

খ) বাজেট কাঠামোর প্রথমভাগের মিশন এবং দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নে জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা এ মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রজোয্য না হওয়ায় বাদ দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করা হ'ল।

গ) বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জন্য সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার ডাউকি নদীর পাড়ে Eocene যুগের limestone এর ভুতাত্বিক হেরিটেজ ঘোষিত ২২ একর জমি অধিকরণের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেটে ১০০.০০(একশ) কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন করা হ'ল।

ঘ) অনুচ্ছেদ-২.৩ এর অনুচ্ছেদ এ বর্ণিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদন করা হ'ল।

ঙ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটে ১৮৮৮৪.৫২ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ২২৫৭৯২.৪৮ লক্ষ টাকা মোট ২৪৪৬৭৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেট যথাক্রমে ৬১৮১.১৭লক্ষ টাকা এবং ৬৫৫৬.৬০ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেট যথাক্রমে ২৬২৯৬৩.৮৩ লক্ষ টাকা এবং ২৮৯৫০৩.৪০ লক্ষ টাকা বাজেট প্রক্ষেপণ অনুমোদন করা হ'ল।

চ) উন্নয়ন বাজেটে অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরে যথাক্রমে ২০৪৪৩.৭৭ ও ১৬০১৭০.৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন করা হ'ল।

ছ) একনেক কর্তৃক নতুন অনুমোদিত জিএসবি'র প্রকল্পের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

জ) ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ (আয় ও ব্যয়) এর অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন বাজেটের বিস্তারিত বিভাজনের হার্ড কপি আগামী ২৭-০৩-২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

৬.০. পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৫-০৩-২০১৮
(নাজিমউদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
ও
সভাপতি
বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC)

নং ২৮.০০. ০০০০. ০৪০.০৯.১৭- ১২৮ তারিখ: ২৭.০৩.২০১৮ খ্রীঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, ঢাকা {(দৃঃ আঃ অতিরিক্ত-সচিব (বাজেট-০৫)}।
২. চেয়ারম্যান, বিপিসি, চট্টগ্রাম{(দৃঃ আঃ পরিচালক (অপাঃ ও পরিঃ)}।
৩. চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা {(দৃঃ আঃ পরিচালক (অর্থ)}।
৪. বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, বিপিআই, উত্তরা, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন),)জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৮. অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. সচিব, বিইআরসি, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১২. উপ-সচিব (বাজেট শাখা-১৫) অর্থ বিভাগ, ঢাকা।
১৩. পরিচালক, শিল্প ও শক্তি সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

১৪. উপ-প্রধান, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৫. পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬. প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৭. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৮. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৯. আইসিটি কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২০. সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
২১. অফিস কপি।

২৭/৩/১৮

(মোঃ আঃ খালেক মল্লিক)
উপ-সচিব (বাজেট)
ফোন-৯৫৭১১২৭